সম্প্রীতি

ডিসেম্বর ২০২২

"সামাজিক সংযোগ বৃদ্ধি প্রকল্প" এর কার্যক্রম সম্পর্কিত বুলেটিন। কক্সবাজারের উখিয়া এবং টেকনাফের রাজাপালং, হোয়াইক্যং, হ্নীলা ইউনিয়ন এবং রোহিঙ্গা ও স্থানীয়দের মধ্যে 'সামাজিক সংযোগ' উন্নয়নের লক্ষ্যে ইউএনএইচসিআর এর সহযোগিতায় কোস্ট ফাউন্ডেশন এর মাধ্যমে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

সচেতনতা বৃদ্ধিতে ক্যাম্পেইন; সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিরোধে জনসচেতনতাই প্রধান সমাধান

বর্তমান সময়ের আলোচিত ও মর্মস্পর্শী ঘটনা হলো সড়ক দুর্ঘটনা। এ দুর্ঘটনায় প্রতিদিন হারিয়ে যাচ্ছে হাজারো মানুষ। ধূলিসাৎ হয়ে যাচ্ছে হাজারো স্বপ্ন। বর্তমান সময়ে আমাদের নিরাপত্তার প্রধান হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে সড়ক দুর্ঘটনা। ২০১৭ সালে প্রায় ১০ লক্ষাধিক রোহিঙ্গা আগমন

স্থানীয় যুব ক্লাব প্রত্যাশা ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিরোধে সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন, কুতুপালং বাজার, উখিয়া । ছবি: মোঃ মনিরুজজামান– মনিটরিং অফিসার

এবং তাদের সেবার নিয়োজিত বিভিন্ন এনজিও কর্মীর উখিয়া এবং টেকনাফে অবস্থানের ফলে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর উপর একটি মারাত্মক প্রভাব পড়েছে। তার মধ্যে অন্যতম হলো যানবাহন বৃদ্ধি এবং অতিরিক্ত যাত্রীর চাপ। এর ফলে প্রতিনিয়ত ঘটছে সড়ক দুর্ঘটনা।

২৪ নভেম্বর ২০২২, কক্সবাজারের অন্যতম বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা কোস্ট ফাউন্ডেশন, সামাজিক সংযোগ বৃদ্ধি প্রকল্পের আওতায় শাহপুরী হাইওয়ে থানা, উখিয়া এবং স্থানীয় যুব ক্লাব প্রত্যাশা ফাউন্ডেশন এর যৌথ উদ্যোগে উখিয়ার কুতুপালং বাজারে সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিরোধে যাত্রী, পথচারী, পরিবহন শ্রমিক ও চালকদের সচেতনতা বৃদ্ধিতে এক সভার আয়োজন করা হয়। সভায় প্রায় ৩০০ জন মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

সভায় শাহপুরী হাইওয়ে থানার ওসি জনাব এফ এ এম সাইফুল ইসলাম বলেন, সড়ক দুর্ঘটনা

সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিরোধে জনসচেতনতাই হতে পারে প্রধান সমাধান জানালেন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সাইফুল ইসলাম। ছবি: মোঃ মনিরুজজামান– মনিটরিং অফিসার

প্রতিরোধে আমাদের অধিকতর সচেতন হওয়া জরুরী। যাত্রী, পরিবহন শ্রমিক, চালকসহ সকলকে ট্রাফিক আইন মেনে চলাসহ রাস্তায় অতি দ্রুতগতিতে গাড়ি চালানো বন্ধ করতে হবে।

রাজাপালং ইউনিয়ন ৯নং ওয়ার্ড এর ইউপি সদস্য জনাব হেলাল উদ্দিন বলেন, "২০১৭ সালে রোহিঙ্গা আসার পর থেকে এই অঞ্চলে বিশেষ করে এই কুতুপালং এ অধ্যাধিক হারে যানবাহন বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে দুর্ঘটনার হারও বৃদ্ধি পেয়েছে। দুর্ঘটনা প্রতিরোধে সকলের সচেতন হওয়া উচিত। এছাড়া তিনি কুতুপালং বাজারে ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রনে সড়ক পরিবহন নেতা এবং হাইওয়ে পুলিশের আরো জোরালো ভূমিকা নেওয়ার আহ্বান জানান।

স্বাধীনতা যুদ্ধ সময়ের রোহিঙ্গা পরিস্থিতি; আমন্ত্রিত অতিথি তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও স্মৃতিচারন করেছেন

যখন কোন মানুষ যুদ্ধ, সহিংসতা, সংঘাত বা নিপীড়ন থেকে বাচঁতে তার নিজ ভূমি ত্যাগ করে এবং অন্য দেশে আশ্রয় গ্রহণ করে তখন তাকে আমরা শরণার্থী বলে থাকি। কেউ নিজের ইচ্ছায় শরণার্থী হতে চায় না বা শরণাঁথী হয়ে বেচে থাকতে চায় না। পরিস্থিতি বাধ্য করে শরণার্থী হতে। সারা বিশ্বে বর্তমানে ৩ কোটি ২৫ লাখ লোক শরণার্থী হিসেবে পৃথীবির বিভিন্ন দেশে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। ১৯৭১ সালেও বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রায় এক কোটি শরণার্থী বাংলাদেশ থেকে প্রতিবেশী দেশ ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ থেকে শরণার্থী হিসেবে ভারতে আশ্রয় নিয়েছিলেন জনাব জাফর আলম। তিনি কক্সবাজার জেলার বাসিন্দা। তার সাথে একান্ত সাক্ষাতকারে যুদ্বের বিভিন্ন পরিস্থিতি, তার শরণার্থী হওয়ার বর্ণনাসহ জানান শরণার্থী থাকাকালীন বিভিন্ন

মি. জাফর আলম, রেডিও সৈকতে দেওয়া তার ব্যক্তিগত একান্ত সাক্ষাৎকারের সময়।

দুঃসহ কষ্টের কথা। তিনি বলেন, যখন আমি প্রথম জানতে পারলাম দেশে একটি যুদ্ধ শুরু হয়েছে তখনই আমি চূড়ান্ত সিদ্বান্ত নিয়েছিলাম যে আমি বাসস্থান ত্যাগ করবো এবং ভারতে আশ্রয় নিবো।

তিনি বিশ্বের শরণার্থী পরিস্থিতি নিয়ে তার অভিমত ব্যক্ত করেন এভাবে যে "আপনারা সারা বিশ্বে শরনার্থীদের প্রতি সহর্মমীতা প্রকাশ করবেন, তাদের জন্য মানবিক সহায়তা এবং নিজ নিজ দেশে ফেরত নিতে বিশ্ব নেতাদের আহ্বান করবেন, এবং হোস্ট দেশের মানুষদের তাদের দেশে আশ্রয় নেওয়া শরণার্থীদের প্রতি সহানুভূতিশীল হতে আহ্বান করবেন।"

সকল ছবি ধারন করার পূর্বে প্রকল্প অংশীজনদের মতামত গ্রহণ করা হয়েছে এবং এটি বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হবেনা।

প্রয়োজনে আরো তথ্য ও যোগাযোগের জন্য
কোস্ট কক্সবাজার কেন্দ্র, মোবাইল: ০১৭১৩-৩২৮৮২৭
ইমেইল: jahangir.coast@gmail.com

COAST Foundation